OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 62
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 539 - 550
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 539 - 550
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

ভারতীয় তীর্থমূলক সংস্কৃতির আলোকে বীরভূমের দেবীমাহাত্ম্যের পঞ্চ সতীপীঠ

ড. গার্গী সেন ঘোষ
স্যাক্ট-১, ইতিহাস বিভাগ
রামপুরহাট কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ
Email ID: gargirph@gmail.com
0009-0007-4812-5207

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Dakshayagna, Sati, Shaktipeeth, Kankalitala, Phullara, Nandakeshari, Nalateshwari, Bakreshwar, Birbhum.

Abstract
The distinct experience, geographical diversity, and cultural understanding make Bengal unique among the Indian subcontinent. It is also enriched by a long history of traditional Hindu religion and culture. According to the Mahapithpurana, the story of the self-immolation of Dakshayagnya and Sati, a Hindu religious epic, had immense significance in shaping ancient literature and influenced Indian culture. It also created places of great spiritual importance known as Sati or Shaktipeeth. According to that religious belief, the Birbhum district of Bengal is considered very sacred due to the presence of five most powerful Shaktipeethas. According to mythology, among the body parts of Goddess Sati, the Kankalitala Satipeeth near Bolpur: where Goddess Sati's waist, the lips at the Phullara Shaktipeeth in the interior village of Dakshin Dighi, the necklace at the Nandakeshari Shaktipeeth near Sainthia, the throat at the Nalateshwari Shaktipeeth near Nalhati and finally the part between the eyebrows at the Mahishasuramardini Shaktipeeth in the Bakreshwar area near Suri fell down. Even today, these places continue to bear witness to the unique spirituality, religious beliefs, emotions and folklore of the common people. They have become popular religious pilgrimage sites. Therefore, it is hoped that my work, dedicated to portraying the aura of these unique, mysterious and legendary places, will illuminate the regional history and mythology that are an integral part of their existence in the social fabric of India.

Discussion

সূচনা : বাংলার স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতা, ভৌগোলিক বৈচিত্র্য এবং সাংস্কৃতিক উপলব্ধি ভারতীয় অঞ্চলের মধ্যে একে অদ্বিতীয় করে তুলেছে। সনাতন হিন্দু ধর্মের ও সংস্কৃতির একটি সুদীর্ঘকালীন ইতিহাসও এটিকে সমৃদ্ধ করেছে। মহাপীঠপুরাণ অনুসারে, হিন্দু ধর্মীয় উপাখ্যান রূপে দক্ষযজ্ঞ এবং সতীর আত্মাহুতির ইতিহাস প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যকে যেমন রূপদানে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 62
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 539 - 550
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অপরিসীম তাৎপর্য বহন করেছিল তেমনি ভারতীয় সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছিল। এটি সতী বা শক্তিপীঠ নামে পরিচিত অত্যন্ত আধ্যাত্মিক গুরুত্ব সম্পন্ন স্থানও তৈরি করেছিল। সেই ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে বাংলার বীরভূম জেলা পাঁচটি সবচেয়ে শক্তিশালী শক্তিপীঠের উপস্থিতির জন্য খুবই পবিত্র বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে দেবী সতীর দেহাংশের মধ্যে, বোলপুরের নিকটবর্তী কঙ্কালীতলা সতীপীঠ; যেখানে দেবী সতীর কোমর, দক্ষিণ দিঘির আভ্যন্তরীণ গ্রামে ফুল্লরা শক্তিপীঠে ঠোঁট, সাঁইথিয়ার নিকটবর্তী নন্দকেশরী শক্তিপীঠে হার, নলহাটির নিকটবর্তী নলাটেশ্বরী শক্তিপীঠে কণ্ঠ এবং সবশেষে সিউড়ির নিকটবর্তী বক্রেশ্বর অঞ্চলে মহিষাসুরমর্দিনী শক্তিপীঠে ভ্রু-দ্বয়ের মধ্যবর্তী অংশ পতিত হয়। আজও এই স্থানগুলি সাধারণ জনমানসের অপরূপ আধ্যাত্ম্যবোধ, ধর্মীয় আস্থা, ভাবাবেগ ও লোকাচারের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। বহুল প্রচলিত ধর্মীয় ভ্রমণমূলক তীর্থস্থলে পরিণত হয়েছে। অতএব আশা করা যায় এই অনন্য রহস্যময় কিংবদন্তি স্থানগুলির আভা চিত্রিত করতে উৎসর্গীকৃত আমার কাজ ভারতের সামাজিক কাঠামোতে তাদের অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে থাকা আঞ্চলিক ইতিহাস ও পৌরাণিক কাহিনীকে আলোকিত করবে।

বিকাশ ও বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করতে করতে বিভিন্ন দেশের পরিবেশের বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর রূপ পরিবর্তিত হয়েছে নানাভাবে। ঐতিহাসিক আলোচনা প্রাচীনকালের মানুষের দেব-দেবী ও ধর্ম দিয়ে শুরু করা উচিত। শক্তি সাধনার বৃহৎ ধারায় বিভিন্ন শাখা উপশাখা একত্রিত হয়েছে এবং সেই ধারাই প্রাচীন মানুষের বহুবিধ বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রধানত পূর্বে নারীদেবীকে সৃষ্টির উৎস হিসেবে গণ্য করা হত এবং দেবী পূজাকে উর্বরতা ও প্রজননমূলক উৎসজা শক্তিরূপে আরাধনা করা হত।

তন্ত্রশাস্ত্রে প্রকাশিত মহাশক্তি সম্পর্কিত কিছু ধারনার উৎস বেদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। শাক্ততন্ত্রের বর্ণিত বিভিন্ন আচারের উৎস বিশেষত অথর্ব বেদে পাওয়া যায়। শাক্ত ধর্ম হল ঐতিহ্যবাহী ধর্মের একটি বিশিষ্ট রূপ যা বৈদিক ও অবৈদিক উভয় ধর্মকে একত্রিত করে। বৈদিক ও অবৈদিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে মহাদেবীর উপাসনা স্বতন্ত্রভাবে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ও মুদ্রায় বিভিন্ন দেবীর প্রতীকও বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন ভারতীয় মহেঞ্জোদারো হরপ্পার যুগ থেকে শুরু করে দেবী পূজার প্রাচীনত্তের অন্যতম প্রমাণ হিসেবে এগুলি বিভিন্ন শতাব্দীর ভান্ডারে সংরক্ষিত হয়ে আসছে। বিভিন্ন আখ্যানে দেবী মাহাত্ম্যের প্রমাণও পাওয়া যায়। ধীরে ধীরে ভারতের দেবীপুজা তার ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে বৃহত্তর ভারত এবং বহির্ভ ভারতের চম্পা ও কম্বোজে সম্প্রসারিত হয়। ভারতের দুটি প্রাচীন ধর্ম - বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের গ্রন্থ গুলিতেও বিশেষ করে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের গ্রন্থগুলিতে দেবী পূজার পরোক্ষ চিহ্নপাওয়া যায়। গৌতম বুদ্ধ তার প্রচলিত ধর্মমতে দেব-দেবী পূজা নিষিদ্ধ করেছিলেন তবুও মহাযান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দেবী পূজা স্বীকৃত হয়, যা দেবী পূজার ব্যাপক প্রভাবের একটি লক্ষণ। বৌদ্ধশাস্ত্র মহাবাস্তু থেকে জানা যায় ভগবান বুদ্ধ কপিলাবস্তুতে এসে শাক্য বংশীয় শাক্যবর্ধন মন্দিরের অভয়া দেবীর উপাসনা করতেন। অনেকের কাছেই এটি অনুমেয় যে বৌদ্ধদের এই অভয়া দেবী হলেন সম্ভবত হিন্দুদের দেবী দুর্গা বা আদিশক্তি। আবার এমনও বলা হয়ে থাকে যে দেবী দুর্গার উগ্রা, মোহগ্রা, বজ্রা, কালী, সরস্বতী, কামেশ্বরী, ভদ্রকালী, তারা প্রভৃতি অষ্ট রূপের প্রচলিত ধ্যানমন্ত্র গুলির বৌদ্ধতন্ত্র থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও জৈন ধর্মের মধ্যেও শক্তি উপাসনার বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন রাজপুতানার আবু পাহাড়ের শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত সুবিখ্যাত জৈন মন্দিরটির চূড়ায় ১৬ জন জৈনদেবীর বিভিন্ন ধরনের মূর্তির কথা বলা যায়। তাছাড়াও সারাদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে দেবীর পূজার যে ব্যাপক প্রচলন ছিল তার প্রমাণ মেলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উপস্থিত দেবীস্থানের বর্ণনা থেকে।

দেবী মাহাত্ম্য : বৈদিক যুগ থেকেই ভারতে শক্তি পূজার প্রচলন ঘটেছিল। ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্ত হল বৈদিক যুগের দেবতত্ত্বের প্রধান আধার। ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত অনুসারে অম্ভ্রিন ঋষির কন্যা বাক ব্রহ্মজ্ঞানবর্ত্তিনী, মহাশক্তি-পরাশক্তি। তিনি সর্বাত্মিকা শক্তি সর্বভুতে জীবভাবে প্রতিষ্ঠিত। সর্বপ্রকারের জীবের মধ্যে যে ভোজনশক্তি জীবনীশক্তি মেধাশক্তি দর্শনশক্তি বিদ্যমান তার আধার হলেন তিনি। রাত্রিসূক্তে এই অমোঘ শক্তির মধ্যে অনন্ত শ্রী প্রজ্ঞা ও মেধার একটি অপূর্ব সমন্বয় তৈরি হয় যা পরবর্তীকালে দেবীর অবিদ্যারূপ তমনাশিনী বিশ্বপ্রপঞ্চকে আত্ম চৈতন্যের দ্বারা পরিব্যপ্ত করে ঐশ্বর্যময়ী বেশে নিত্য অধিষ্ঠিতা – "ওর্বপ্রা অমর্ত্যা নিবেতা দেব্যুদ্বতঃ। জ্যোতিষা বাধতে তমঃ।।" তৈত্তরীয় আরণ্যকে তিনি দুর্গা ও

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 62
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 539 - 550
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কাত্যায়নী রূপে পরিচিতা। কেনো উপনিষদে উমা হৈমবতী, মুন্ডাক উপনিষদে কালী করালী ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে দুর্গে কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্গত নারায়ণ উপনিষদে সর্বপ্রথম দুর্গা এই নামটি উচ্চারিত হয়। আবার সূত্রযুগে এসে সংখ্যায়ন বৃদ্ধসূত্রে ভদ্রকালী ও হিরণ্যকেশীন গৃহ্যসূত্রে ভব পত্নীর বর্ণনা পাওয়া যায়। রামায়ণের আদি কাণ্ডে উমারুদ্র কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার মহাভারতের যুগে ভগবতী দেবী দুর্গার উপাসনার সমাধিক প্রচলন পাওয়া যায় যেখানে ভীষ্মপর্বের ২৩ ও বিরাট পর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেবীর স্তুতি পর্যন্ত দেখা যায়। এই সবগুলির মধ্যেই শক্তিবাদের সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

পীঠ উপাখ্যান : এখন পীঠ[১] শব্দটির ব্যাখ্যামূলক আলোচনায় আসা যাক, যার আক্ষরিক অর্থ হল আসন। কোনো দৈবীয় স্থানে যদি একজন সাধক একটি সাধনা আসন রচনা করে সেই আসনে সিদ্ধি লাভ করতেন, তখন সেই স্থানকে সিদ্ধপুরুষের আসন বা পীঠস্থান বলা হত। ধীরে ধীরে, সিদ্ধপুরুষের পীঠস্থানের পরিবর্তে কেবল সিদ্ধপীঠ শব্দটিই প্রচলিত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, এমনও মনে করা হয় যে, যেসব দেবী-স্থানে কোনো সাধক সিদ্ধি লাভ করেছেন বলে জানা যায় না, সেই স্থানগুলিকে সিদ্ধির পরিবর্তে পীঠ বলা হয়। এখন এই পীঠের উৎপত্তির পৌরাণিক কাহিনীর আলোচনার প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, কালিকাপুরাণ[২] এবং দেবীভাগবতম[৩] এর মতো গ্রন্থে শক্তিপীঠের উৎপত্তি বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে।

দক্ষ হলেন সৃষ্টিকর্তা-দেবতা ব্রহ্মার পুত্র এবং প্রজাপতিদের অন্যতম, সেই সাথে একজন দেবরাজ-ঋষি। সতী (যিনি 'উমা' নামেও পরিচিত) ছিলেন তাঁর প্রিয় কনিষ্ঠ কন্যা। অন্যদিকে, দেবাদিদেব মহাদেব বা ভগবান শিব অত্যন্ত মার্জিত জীবনযাপন করতেন। তিনি সমাজে নিপীড়িতদের মাঝে বাস করতেন, ব্যাঘ্র চর্ম পরিধান করতেন, সর্বাঙ্গে চিতা ভস্ম মাখতেন, কেশ ছিল ঘন জটায় পরিপূর্ণ। প্রজাপতি দক্ষ তার কন্যার সঙ্গী হিসেবে মহাদেবকে পছন্দ করতেন না। তার অসম্মতি সত্ত্বেও দেবী সতী কঠোর তপস্যার মাধ্যমে মহাদেবকে স্বামী হিসেবে লাভ করেছিলেন। এরপর আসে দক্ষযজ্ঞের আয়োজন পর্বের অংশ, যেখানে বিশিষ্ট দৈবিক অতিথিদের মধ্যে মহাদেব ও তার স্ত্রী সতীকে প্রজাপতি দক্ষ আমন্ত্রণ জানাননি। বিনা নিমন্ত্রণেও দেবীসতী পিতৃগৃহে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য যান। অনুষ্ঠানে প্রজাপতি দক্ষ ইচ্ছাপূর্বক মহাদেবের নামে কটুক্তি করতে থাকেন, অপমানিত দেবী সতী আদিশক্তি বা পরাশক্তির রূপ ধারণ করে প্রজাপতি দক্ষকে ধ্বংসের অভিশাপ দেন এবং স্বয়ং তেজরাশি শক্তিতে দেহত্যাগ করেন। মহাদেব এতে ব্যথিত হন এবং দেবীর শবদেহ নিয়ে ব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ করতে শুরু করেন যাতে সৃষ্টি অতল গহ্বরে পতিত হয়ে যাওয়ার উপক্রম তৈরি হয়। মহাদেবকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে শ্রীবিষ্ণু[৪] তার সুদর্শন চক্র[৫] দ্বারা দেবীর শবদেহ খন্ডন করেন, যে খন্ডগুলি পরিভ্রমণ করা অবস্থায় ভূভাগের বিভিন্ন স্থানে পতিত হয়। দেবী দেহের প্রতিটি অংশের স্মরণে এই স্থানগুলি পরবর্তীকালে শক্তিপীঠ নামে পরিচিতি লাভ করে। দক্ষযজ্ঞের কাহিনী সম্পর্কে অবশ্য কিছু বিতর্ক আছে, তবে এর উল্লেখ সর্বপ্রথম মহাভারত[৬] ও ব্রহ্ম পুরাণে[৭] বর্ণিত হয়েছে যেখানে সতী দক্ষের কন্যা নন এবং তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেননি। আবার মৎস্যপুরাণ[৮], পদ্মপুরাণ,[৯] কূর্ম পুরাণ,[১০] স্কন্দ পুরাণ,[১১] ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ[১২] ইত্যাদি অনুসারে সতীকে কন্যা রূপে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তিনি আত্মত্যাগ করেছিলেন কিন্তু তার দেহ খন্ডিত হয়নি। দেবীভাগবত এবং কালিকাপুরাণ অনুসারে কাহিনী ও বর্ণনার প্রেক্ষাপট আরো পরিবর্তিত হয়েছে। যেখানে দেবীর দেহের উৎপত্তি কাহিনীতে দেহের খন্ড বিখন্ডিত হওয়ার বিষয়টি সমর্থিত হয় এবং পীঠের উৎপত্তির কাহিনীগুলি আরো জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এছাড়াও শাক্ত তীর্থগুলির সঙ্গে দেবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এই ধরনের সংযোগের বিষয় বিভিন্ন তথ্যকে সামনে নিয়ে আসে। সম্ভবত এই ধরনের কাহিনীর উৎপত্তি একটি অতি প্রাচীন ধারণা যা হল কোন দেবতার মানব প্রতিনিধিকে খন্ড খন্ড করে জমিতে ছড়িয়ে দেওয়া হলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে।[১৩] তবে কখনো বা পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির লেখকেরা নিজেরাই কল্পনা প্রসূতভাবে দেবীর দেহের সঙ্গে দেবদেবীর স্থান বা তীর্থের সংযোগ স্থাপন করেছেন এবং দেবী ও ভৈরবের নাম যুক্ত করেছেন। কিন্তু যে স্থানগুলিতে দেবীর কোন নাম আগে থেকেই প্রচলিত ছিল সেখানে সাধারণত সেই নামটি গ্রহণ করা হয়েছে বলে মনে করা হয়। তবে ব্যতিক্রম হিসেবে যে স্থানে কোন সাধক সিদ্ধি লাভ করেন সেখানে দেবীর কোন দেহাংশ পতিত না হলেও দেবীর সেই স্থানটিকে পীঠ হিসেবে অনেক সময় গণ্য করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সর্বানন্দতরঙ্গিনী, ত্রিপুরা জেলার মেহেরকে পিঠস্থান বলা হয়েছে কারণ সাধক সর্বানন্দ এখানে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কিন্তু দেবীর কোন অংশ এখানে পতিত হয়নি।[১৪] আবার দেবীভাগবতে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 62
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 539 - 550
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১০৮টি পীঠের বর্ণনা রয়েছে কিন্তু সেগুলির মধ্যে অনেকগুলি দেবীর কোন অংশের সঙ্গে যুক্ত নয়। এই সমস্ত ব্যতিক্রমী ধারণা জেনে বিভিন্ন গ্রন্থে প্রদত্ত বিভিন্ন তালিকা অনুসারে শক্তিপীঠের সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে দাঁড়ায়। তন্ত্রগ্রন্থ অনুসারে জলন্ধর, উড্ডিয়ান বা ওড়িয়ান, পূর্ণগিরি বা পূর্ণশৈল এবং কামরূপকে চারটি পীঠ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বৌদ্ধ তন্ত্রে জলন্ধরের পরিবর্তে শ্রীহট্টের উল্লেখ আছে। তন্ত্রসারের বচন অনুসারে পীঠের সংখ্যা ৫১তে উন্নীত হয়েছে এবং এখানে শ্রীহট্টকে একটি পৃথক পীঠ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। অন্যদিকে কুব্জিকাতন্ত্র[১৫] অনুসারে পীঠের সংখ্যা ৪২, জ্ঞানার্নবতন্ত্রে[১৬] ৫০ এবং তন্ত্রসার[১৭] অনুসারে তা ৫১। আবার এই সমস্ত পীঠের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বীরভূম জেলায় একত্রে পাঁচটি প্রকৃত পীঠের উপস্থিতি উল্লেখ করা যায়, যা একটি অনন্যতার দাবি রাখে।

ফুল্লরা সতীপীঠ : ফুল্লরা অঞ্চল হল লাভপুর শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি মন্দির-কেন্দ্রিক জনপদ, একটি জনপ্রিয় হিন্দু তীর্থস্থান ও পর্যটন কেন্দ্র।[১৮] কিংবদন্তি অনুসারে, দেবী সতীর নিচের ঠোঁট বা মুখ এখানে পতিত হয়েছিল। এখানে দেবী চামুণ্ডা, মহানন্দা, ফুল্লরা রূপে এবং বিশ্বেশ ভৈরব রূপে মহাদেব পূজিত হন। এখানে কোনো প্রতিমা নেই; দেবীকে সিঁদুর দিয়ে খোদাই করা একটি কচ্ছপ-আকৃতির খণ্ডে উপস্থাপন করা হয়। কথিত আছে, রামায়ণে রামচন্দ্রের যুদ্ধে বিজয়ের জন্য আয়োজিত দেবী দুর্গার শরৎকালীন উৎসবের জন্য হনুমানজি এই মন্দিরের নিকটবর্তী জলাশয় থেকেই ১০৮টি নীলপদ্ম সংগ্রহ করেছিলেন।[১৯] সুলতান মামুদ গজনভীর ভারত আক্রমণের সময়, একদল বৈদিক ব্রাহ্মণ কনৌজ বা মিথিলা থেকে বিতাড়িত হয়ে বাংলার বর্মণ রাজা হরিবর্মার কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন বর্মণ রাজার মহাসন্ধিবিগ্রহক ভবদেবের পূজা করার জন্য তাঁর নিজ গ্রাম সিদ্ধল বা শীতল গ্রামে এসেছিলেন। অন্যান্য অসুবিধা ও যাতায়াতের সমস্যার কারণে, সেই পূজারীরা একসময় ফুল্লরা মন্দিরের সংলগ্ন এলাকা বাকুল, ফুলিয়া নগর এবং অট্টহাসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। বর্তমান মন্দিরটি যাদবলাল ব্যানার্জী[২০] নির্মাণ করেছিলেন। একসময় মন্দিরের চূড়ায় একটি সোনার শিখা শোভা পেত। লোককথা অনুসারে, প্রতি বছর দুর্গাপূজার সময় জলাশয়ের উত্তর-পূর্ব দিক থেকে একটি বিশেষ শব্দ শোনা যায়। দেবীর নিত্যভোজনের জন্য মাছের তরকারি অপরিহার্য। দীপেন্দ্রনাথ উকিল (পুরোহিত)[২১] অনুসারে, কৃষ্ণানন্দ গিরি এই স্থানে সাধনার পর সিদ্ধি লাভ করেন এবং মাঘী পূর্ণিমায় এখানেই তিনি দেবী জয়দুর্গা রূপে ঈশ্বরের দর্শন লাভ করেন। তখন থেকেই প্রতিবছর এই দিনে একটি বিশেষ পূজা এবং একে কেন্দ্র করে একটি বিশাল মেলার আয়োজন করা হয়। সারাবছর ধরেই এখানে ভক্তদের অবিরাম আনাগোনা থাকে; অনেকেই মন্দিরের পাশের কল্পবৃক্ষটিতে পাথর বেঁধে দেবীর কাছে নিজেদের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য প্রার্থনা করেন।


ফুল্লরা মন্দির


দেবী ফুল্লরা


বিশ্বেশ ভৈরব

নন্দিকেশ্বরী সতীপীঠ : এই স্থানটি সাঁইথিয়া অঞ্চলের উপকণ্ঠে অবস্থিত। প্রধান বিগ্রহটি সিন্দুরের তৈরি এবং তার মস্তকে একটি রুপোর মুকুট বিদ্যমান। কথিত আছে দেবীর কণ্ঠাস্থি এখানে পতিত হয়েছিল তাই তার নাম এখানে নন্দিনী এবং ভৈরবের নাম নন্দিকেশ্বর।[২২] প্রধান মন্দিরের পাশে জগন্নাথ মন্দিরের পাশাপাশি রাম সীতা, মহা সরস্বতী, মহালক্ষ্মী গণেশ,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 62
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 539 - 550
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

লক্ষ্মীনারায়ন, রাধা গোবিন্দ এবং হনুমানজির মন্দিরের মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক মন্দির রয়েছে। এখানে একটি বিশাল বৃক্ষ বর্তমান যেখানে ভক্তরা তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য লাল ও হলুদ সুতো বাঁধেন। জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়ের (পুরোহিত) মতে, তারাপীঠ মহাতীর্থের পরম সাধক বামাক্ষ্যাপা,[২৩] সিদ্ধি লাভের পূর্বে এখানে সাধনায় প্রাথমিক স্তর অর্জন করেছিলেন এবং তারপর তারাপীঠ[২৪] মহাশ্মশানে সিদ্ধি লাভ করেন। দীর্ঘদিন ধরে অবশ্য মূল বিগ্রহ এখানে একটি বটগাছের নিচে রাখা ছিল, কিন্তু জ্যোতির্ময় চ্যাটার্জির পূর্বপুরুষেরা একটি দৈব বাণী অনুসরণ করে ১৯১৩ সালে স্থানীয় জমিদার এবং এলাকার মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন।[২৫]



নন্দিকেশ্বরী মন্দির


দেবী নন্দিনী


ভৈরব নন্দিকেশ্বর

নলাটেশ্বরী সতীপীঠ : সংস্কৃত শব্দ ‘নোলক’-এর অর্থ একটি লম্বা নলাকার হাড়, যা কনুইয়ের নিচের অংশ অথবা শিবচরিত অনুসারে স্বরযন্ত্রের অবস্থান। এখানে দেবী শেফালিকা এবং ভৈরব যোগী নামে পরিচিত। তবে, স্থানীয়রা দেবীকে নলাটেশ্বরী বলে উল্লেখ করেন। প্রতিমাটি ত্রিনয়নী এবং এর জিহ্বাটি সোনার। মন্দিরটি এখনও দেবীর শরীরের সেই অংশটিকে প্রস্তরীভূত অবস্থায় সংরক্ষণ করে রেখেছে, যা প্রতিদিন দেবীর স্নানের পর এবং আরতির আগে ভক্তদের দেখানো হয়।

এখানে ভগবান নারায়ণের চরণ পূজার পর প্রতিদিন ভৈরবের সঙ্গে দেবীর পূজা শুরু হয়। কামদেব মূর্তিটি উদ্ধার করে ব্রাহ্মণী নদীর তীরে ললাট পাহাড়ের পাদদেশে স্থাপন করেন। রামায়ণের কিংবদন্তি অনুসারে, এই স্থানেই মাতা সীতা প্রতিদিন তাঁর কেশ অলংকরণ করতেন এবং করি খেলতেন। একসময় ঘন জঙ্গলের কারণে ভক্তরা আসতেন না, কেবল প্রতিহিংসাপরায়ণ তান্ত্রিকরাই এখানে তন্ত্র সাধনা করতেন।[২৬] বশিষ্ঠের[২৭] মতো আদি ভিক্ষুরাও এখানে সাধনা করতেন। মারাঠা সর্দার ভাস্কর পণ্ডিত এখানে পূজা করতে আসতেন।[২৮] অনেকের মতে, রামস্মরণ দেবশর্মা সর্বপ্রথম মূর্তিটি আবিষ্কার করেন এবং ব্রহ্মচারী কুশলন সর্বপ্রথম মাতৃমূর্তিতে নৈবেদ্য নিবেদন করেন। গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের সামনে বাংলাদেশের নাটোরের রানি ভবানী[২৯] নির্মিত আটটি সাপ দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি গণেশ মূর্তি রয়েছে।[৩০] মন্দিরের উত্তর দিকে একটি পঞ্চমুন্ডি[৩১] আসন রয়েছে। মন্দিরের ট্রাস্ট বোর্ডের সচিব সুনীল কুমার মস্করার[৩২] মতে, মুর্শিদাবাদের নাসিপুর-রাজারহাট এলাকার রণেন্দ্র নারায়ণ সিং নাটোরের রানি ভবানীর নির্দেশে বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। সম্প্রতি ১৯৬৫ সাল থেকে এই বোর্ডই মন্দিরটি পরিচালনা করে আসছে। এখানে দেবীর অবশিষ্ট ৫১টি পীঠ প্রতিমা নির্মাণ করা হয়েছে এবং গত দুই বছর ধরে আষাঢ় মাসের নবমী তিথিতে এখানে দেবীর বিশেষ পূজার আয়োজন করা হয়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 62
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 539 - 550
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive


নলাটেশ্বরী মন্দির


দেবী শেফালিকা


ভৈরব যোগী

বক্রেশ্বর সতীপীঠ : এই সতীপীঠটি সিউড়ি সদরের বক্রেশ্বর এলাকায় পাপহরা নদীর তীরে অবস্থিত। কথিত আছে দেবীর ভ্রুর মধ্যভাগ অথবা ডান বাহু অথবা মস্তক এখানে পতিত হয়েছিল। এখানে দেবী বক্রেশ্বরী বা মহিষমর্দিনী[৩৩] এবং ভৈরব বক্রনাথ[৩৪] রূপে পুজিত হন। এখানে অষ্টধাতু দিয়ে নির্মিত মা দুর্গার একটি অষ্টভূজা মূর্তি রয়েছে। কিংবদন্তি অনুসারে, কহল মনি এই স্থানে বেদ পাঠ করেছিলেন এবং তার স্ত্রী গার্গী তার পাশে বসে ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ গার্গীর গর্ভস্থ সন্তান মুনির পাঠের ভুলগুলো গর্ভ থেকেই ধরে ফেলেন এবং উনি তার নিজের অজাত সন্তানকে অভিশাপ দেন। সেই সন্তান ৮ প্রকার বিকৃত অঙ্গ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং অষ্টবক্র মুনি[৩৫] নামে পরিচিত হন। অষ্টবক্র মহাদেবের তপস্যা করার জন্য কাশি গমন করেন। সেখান থেকে, দেবশক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে তিনি পূর্ব দিকে গুপ্ত কাশি যা এখন বক্রেশ্বর সেখানে আসেন। ১০ হাজার বছর ধরে মহাদেবকে তুষ্ট করে তিনি বর লাভ করেন।[৩৬] এইখানে পাপোহরা নদী পাপমোচনকারী হিসেবে কাজ করে থাকে, তাছাড়াও দশটি উষ্ণপ্রসবন এখানে বিদ্যমান – পাপহরা গঙ্গা, বৈতরণী গঙ্গা, শ্বেত গঙ্গা, অগ্নিকুণ্ড, ব্রহ্ম কুণ্ড, সূর্যকুণ্ড, সৌভাগ্য কুন্ড, অমৃত কুন্ড, ক্ষীর কুন্ড, জীবিত এবং ভৈরবকুণ্ড। মহাদেবের নির্দেশ অনুসারে অষ্টবক্রমুনি এই নদীতে স্নান করে মোক্ষলাভ করেছিলেন এবং আটটি স্থান থেকে মাটি খুঁড়ে তা নিজের শরীরে মেখে দেবরুপ লাভ করেছিলেন।[৩৭] পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অঞ্চল ভ্রমণ করতে এসে শ্বেতগঙ্গার কাছে একটি বটবৃক্ষের নিচে হাজার বছরের পুরনো প্রাচীন হরগৌরী মূর্তি আবিষ্কার করেছিলেন।[৩৮] বর্তমান মন্দিরটি তার ওড়িয়া স্থাপত্যশৈলীর জন্য বিখ্যাত; এর মধ্যে দেবীর প্রাচীন চিত্রকলা রয়েছে যা ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগের দ্বারা ভালোভাবে সংরক্ষিত।[৩৯] উজ্জ্বল চৌধুরীর (পুরোহিত)[৪০] মতে, এখানে শরৎকালীন দুর্গাপূজা ও শিবরাত্রি সময় বিশেষ পূজার আয়োজন করা হয়। বহু পূর্বে এখানে একটি চুনাপাথরের মূর্তি ছিল যা দুর্ভাগ্যবশত চুরি হয়ে যায় এবং তার পরিবর্তে তখন থেকে এখানে অষ্টধাতুর দশভূজা মূর্তির পূজার প্রচলন শুরু হয়।


বক্রেশ্বর মন্দির


দেবী মহিষমর্দিনী


ভৈরব বক্রনাথ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 62
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 539 - 550
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কঙ্কালীতলা সতীপীঠ : পীঠনির্ণয়তন্ত্র অনুসারে বোলপুর শান্তিনিকেতনের কাছে দেবীর কঙ্কাল বা কোমর[৪১] পতিত হয়েছিল। তাই এই স্থানের নাম শেষ দেহাংশ বা কঙ্কালের নামানুসারে কঙ্কালীতলা রাখা হয়। এই ঘটনার পর মহাদেবের চৈতন্য উদিত হয় তাই এই স্থানকে প্রায়াসই চৈতন্য পীঠ[৪২] বলা হয়। আবার তন্ত্রচূড়ামণি অনুসারে এটি ২৮তম পিঠ যা কাঞ্চি নামে পরিচিত এবং ভরতচন্দ্রের মঙ্গলকাব্য অনুসারে দেবীর কোমর এখানেই পতিত হয়েছিল।[৪৩] এখানে দেবীকে বেদগর্ভা এবং ভৈরবকে রুরু রূপে পূজা করা হয়। এখানে অবশ্য শ্মশান কালিকা[৪৪] মূর্তিতে পূজা নিবেদন করা হয়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গের ইতিহাস' অনুসারে এই স্থানটি প্রথম মহিপালের সমসাময়িক কাঞ্জিরাজ রাজেন্দ্র চোলের অধীনে ছিল। তিনি এখানে কোপাই নদীর তীরে কাঞ্চিশ্বর নামে একটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করেছিলেন। মন্দির এলাকার সংলগ্ন শ্মশান ভূমি এবং পাঁচপ্রকার পাতা বিশিষ্ট একটি গাছ (প্রাকৃতিকভাবে শিবলিঙ্গের মতো আকৃতির) রয়েছে। দর্শনার্থীরা এখানে মনবাঞ্ছা পূরণের জন্য পাথর বেঁধে প্রার্থনা করেন। এখানে সতীকুণ্ড নামে একটি পুস্করনী বিদ্যমান। কথিত আছে দেবীর দেহাংশ এই জলাশয়ের জলে নিমজ্জিত হয়েছিল এবং কিংবদন্তি অনুসারে এই জলাশয়টি বেনারসের মণিকর্ণিকা ঘাটের[৪৫] সাথে তিনটি সুরঙ্গ পথের মাধ্যমে সংযুক্ত। যার ফলে জলাশয়টিতে সারা বছর জল পরিপূর্ণ থাকে এবং এটি কখনোই জলবিহীন অবস্থায় আসে না। কিন্তু প্রতি উনিশ থেকে কুড়ি বছর পর পর জলাশয় জলহীন অবস্থায় এলে কোন এক অজানা কারণে তখন মণিকর্ণিকা ঘাটও বন্ধ হয়ে যায়। তখন ৫টি প্রস্তর খন্ডের আকারের দেবী অংশ বলে বিবেচিত ঐশ্বরিক বস্তুগুলি জলাশয় থেকে উদ্ধার করে মন্দিরে এনে পুজো করা হয়। জলাশয়টি এই পূজার পরেই রাতারাতি জলমগ্ন অবস্থা ফিরে পায় এবং দেববস্তুগুলিকে আবার সেখানে প্রতিস্থাপন করা হয়। মহাদেব ঠাকুরের (পুরোহিত)[৪৬] মতে, চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে এখানে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়।


কঙ্কালীতলা মন্দির


দেবী বেদগর্ভা


রুরু ভৈরব

বৈশিষ্ট্যমূলক অবদান : এই বিশিষ্ট মন্দিরগুলির গাত্রশৈলী সম্পর্কে বা মন্দিরে অধিষ্ঠিতা দেবী-বিগ্রহ সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে মন্দিরের স্থাপত্য শৈলীর মধ্যে কিন্তু প্রাচীনকাল থেকেই কোন আড়ম্বর পরিলক্ষিত হয়নি। মূলত কোন বিশিষ্ট ধর্মীয় বৃক্ষের নিচেই দেবী বিগ্রহের অবস্থানের কথা আমরা বারবার দেখতে পাই যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে দেবীর একাত্মতার বিষয়টিকে সুস্পষ্ট রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তবে সাম্প্রতিককালে মন্দিরগুলির বিভিন্ন সংস্করণের দ্বারা তারা আধুনিক গঠন শৈলিতা লাভ করেছে। কিন্তু কোন মন্দিরেই প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ সাধন বিচ্ছিন্ন হয়নি, এক টুকরো প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে ন্যূনতম কংক্রিট কাঠামোর মধ্যে মন্দির নির্মাণের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যদিকে যেহেতু পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বনে মন্দিরগুলিতে বিশিষ্ট ভাবে দেবী দেহের একটি করে অংশ পতিত হয়েছিল তাই সেই ভাবমূর্তিকে সমুজ্জ্বল রাখার উদ্দেশ্যে এবং ধর্মীয় রীতিতে তাকে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র সিঁদুরের প্রলেপন দ্বারা একটি অবয়ব আকৃতি দেওয়ার প্রচেষ্টা চোখে পড়ে। তবে অবশ্য ব্যতিক্রম হিসেবে কঙ্কালীতলা মন্দিরে দেবীর শ্মশান কালিকা রূপের চিত্র পুজিত হয়, দেবীর দেহাংশের উপস্থিতি নিকটস্থ জলাশয় এর মধ্যে থাকার কারণে এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে ধারণা করা যেতে পারে। কিন্তু বক্রেশ্বর মন্দিরে দেবীর অষ্টধাতু নির্মিত অষ্টভূজা মূর্তি পুজিতা হন। যদিও

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 62
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 539 - 550
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বঙ্গপ্রদেশে দশভূজা মূর্তির প্রচলন বেশি জনপ্রিয় ছিল তা সত্ত্বেও এখানকার মূর্তি অষ্টভুজা। এক্ষেত্রে অবশ্য রূপ প্রয়োজন এবং প্রেক্ষাপটের ভিন্নতা জেনে দেবী বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভূজা ধারণ করে থাকেন। যেমন মধ্য ভারতের নগোদ রাজ্য ও বিজাপুরের বাদামিতে দশভুজা দেবী মূর্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটিতে দেবী মূর্তি ষড়ভুজা, দিনাজপুর জেলার কেশবপুর গ্রামের ধাতু নির্মিত দুর্গামূর্তিটি দ্বাদশ ভূজা। এছাড়াও উদয়গিরি গুহার দ্বাদশ-ভূজা মূর্তি, মধ্য ভারতের ভুমারার শিব মন্দিরের দ্বিভূজা ও চতুভূর্জা মূর্তি এবং ভুবনেশ্বরের বৈতাল দেউলের অষ্টভূজা মূর্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। অষ্টধাতুর ক্ষেত্রে সোনা, রুপা, তামা, সিসা, দস্তা, টিন, লোহা ও পারদ হল এক্ষেত্রে ৮ প্রকার ধাতব পদার্থের উপজীব্য মাধ্যম।

পূজার চিরাচরিত রীতির ক্ষেত্রে এখানে অবশ্য শক্তি সাধনা বা তন্ত্রমূলক শক্তি সাধনায় নিয়োজিত যে সমস্ত বিধি আছে তা খুবই নিষ্ঠাপূর্বক অনুসরণ করা হয়। এক্ষেত্রে দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রতিদিনের নৈবেদ্যের আমিষ আহারের প্রচলন বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। বিশেষ কোন তিথিতে পূজার উদ্দেশ্যে পশু বলিদান এর বিষয়টিও এক্ষেত্রে সংযোজিত হয়, যাকে তন্ত্রমূলক শক্তি সাধনার অভিন্ন অঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে দেবী পূজার ক্ষেত্রে বা সাধনার ক্ষেত্রে সংকল্পবদ্ধ একজন মানব তার অভ্যন্তরীণ যে সমস্ত মনগত পাশবিক চেতনা আছে তা দেবীর উদ্দেশ্যে ত্যাগ করবার জন্য প্রতীক হিসেবে বলির আয়োজন করা হয়ে থাকে। এখানে পশু শুধুমাত্র একটি নিমিত্ত বা প্রতীক স্বরূপ।

দেবীর অলৌকিক মাহাত্ম্যকে কেন্দ্র করে পঞ্চদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর সময়কালে বাংলা ভাষাতে শাক্ত সাহিত্য বিপুল পরিমাণে রচিত হয়েছিল। অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত দেবী মাহাত্মসূচক প্রায় সকল কাব্যই মার্কন্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দূর্গাসপ্তশতী বা চন্ডী অবলম্বনে রচিত। যেমন পীতাম্বর দাসের মার্কন্ডেয় কথা, দ্বিজ কমললোচন এর চন্ডিকা বিজয়, ভবানীপ্রসাদের দুর্গামঙ্গল, বালদুর্লভের দুর্গাবিজয়, শিবচরন সেনের গৌরীমঙ্গল, হরিনারায়ণ দাসের চন্ডীকামঙ্গল, জগতরাম বন্দোপাধ্যায়ের দুর্গা পঞ্চরাত্রি এবং হরিশচন্দ্র বসুর দেবীমঙ্গল এই মার্কন্ডেয় পুরাণের দ্বারাই রচিত। অন্যদিকে দেবী ভাগবত পুরাণ উপজীব্য করে তোলার জন্য দীনদয়াল দাস রচনা করেছিলেন দুর্গাভক্তি চিন্তামনী। দেবী দুর্গার মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য দ্বিজকালিদাসের কালিকামঙ্গল, মুক্তারাম সেনের সারদামঙ্গল, রামানন্দ গোস্বামীর চণ্ডীর গীত, নারায়ন দেবের কালিকাপুরাণ, কৃষ্ণ জীবন মোদকের অম্বিকামঙ্গল প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। বরিশালের সত্যদেব ঠাকুর সাধন সমর নামে চণ্ডীর অপর একটি অতি উৎকৃষ্ট মৌলিক বাংলা ভাষ্য রচনা করেছিলেন। বিখ্যাত শাস্ত্রানুবাদক পন্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় দেবীভাষ্য নামে একটি বিশদ টিকা রচনা করেছিলেন। এছাড়াও টিকাকার হিসেবে গদাধর ভট্টাচার্য, পীতাম্বর মিত্র, গৌরিবর চক্রবর্তী, নৃসিংহ চক্রবর্তীদের নাম উল্লেখযোগ্য ছিল। কোন কোন পন্ডিত মনে করেন অবশ্য বাংলাদেশই ছিল দেবী চন্ডীর জন্মস্থান। কারণ মহাভাগবত পুরাণ, দেবীভাগবত, দেবী পুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশরপুরান ইত্যাদির সূচক গ্রন্থগুলির উৎপত্তিস্থানও এই বাংলা অঞ্চল বলেই অনুমিত হয়ে আসছে। রামপ্রসাদের কালিকামঙ্গল, মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গল, মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল কাব্যগুলি মূলত দেবীর মাহাত্ম্য ও পূজার প্রচার করার উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল। অতএব মহাশক্তি মহামায়ার অমর লীলাকে কেন্দ্র করে তার অসংখ্য শাক্ত কাব্য এই বাংলার মাটিতেই উৎপত্তি লাভ করেছিল বলা যেতে পারে।

শেষ পর্ব : অতএব কালক্রমে ভারতীয় শক্তি সাধনা একমাত্র আধ্যাত্মিক সাধনায় পরিণত হলেও তন্ত্রসাধনাও এই ধারণার সঙ্গে যুক্ত ছিল। উপরে উল্লেখিত প্রতিটি পীঠেই পশু বলিদান এর প্রথা প্রচলিত আছে। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস ভক্তি ও শ্রদ্ধার এক গভীর মেলবন্ধন এক অলৌকিক আকর্ষণ এখানে সৃষ্টি করে যা স্থানগুলিকে আরো মহিমান্বিত করে তোলে। তাছাড়াও স্থানীয় সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কাঠামো হিসেবে মন্দির নির্মাণ এবং মন্দিরের চমৎকার স্থাপত্য পর্যটন শিল্পের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে কাজ করে। এটি মন্দির সংলগ্ন এলাকার উপাসকদের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিপণন সংস্থার মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের আয়ের ব্যবস্থাও করে থাকে। পরিশেষে বলা যায় যে, প্রাচীন ভারতীয় রীতিনীতির ভিত্তি হিসেবে এই স্থানগুলি এখনো ঐতিহ্যবাহী পূজার নিয়ম অনুসরণ করছে এবং সমাজেও একটি বিশিষ্ট ধর্ম গোষ্ঠীর মানুষজন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 62
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 539 - 550
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তা শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করছে যা এক অভূতপূর্ব উপায়ে বাঙালি সংস্কৃতি এবং ভারতীয় সংস্কৃতিকে উৎকর্ষিত করেছে। তাই প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম চেতনাকে রক্ষা করার জন্য এই স্থানগুলি পর্যবেক্ষণ ও সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Reference:

১. ফুলার, ক্রিস্টোফার জন, দ্য ক্যামফোর ফ্লেম : পপুলার হিন্দুইজম এন্ড সোসাইটি ইন ইন্ডিয়া, প্রিন্সেটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃ. ৪৪
২. কালিকাপুরাণ, কালি পুরান সতী পুরাণ অথবা কালিকা তন্ত্র নামে পরিচিত এটি একটি হিন্দু ধর্মীয় শক্তি সাধনার আঠারোটি গৌণ পুরাণের মধ্যে অন্যতম উপপুরাণ।
৩. দেবী ভাগবত পুরাণ, শ্রীমৎ দেবী ভাগবতম, ভাগবত পুরাণ বা দেবী ভাগবতম নামে পরিচিত এটি হিন্দু ধর্মের ১৮টি মহাপুরান এর মধ্যে অন্যতম।
৪. বিষ্ণু, ইনি হিন্দু ধর্মের মুখ্য দেবতাদের মধ্যে অন্যতম একজন দেবতা একই সাথে নারায়ণ বা হরি নামে পরিচিত। বৈষ্ণব ধর্মের চূড়ান্ত দেবতার উপর তিনি পুজিত হন।
৫. সুদর্শন চক্র, একটি বিশিষ্ট দৈবিক অস্ত্র যা হিন্দু ধর্মীয় উপাখ্যান অনুসারে শ্রীবিষ্ণুর অধিকারের নিয়ন্ত্রণাধীন।
৬. মহাভারত, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত মহাকাব্যদের মধ্যে অন্যতম।
৭. ব্রহ্মপুরাণ, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হিন্দু ধর্মীয় ১৮টি মহাপুরাণ এর মধ্যে অন্যতম একটি পুরাণ।
৮. মৎস্য পুরাণ, হিন্দু ধর্মীয় ১৮টি মহাপুরান এর মধ্যে অন্যতম এবং একই সঙ্গে প্রাচীনতম ও বিশিষ্টভাবে সংরক্ষিত।
৯. পদ্মপুরাণ, বেশিরভাগ বিষয়বস্তুই শ্রীবিষ্ণু দেবাদিদেব মহাদেব এবং শক্তি সাধনা সম্পর্কিত তথ্যে পরিপূর্ণ।
১০. কুর্ম পুরাণ, শ্রীবিষ্ণুর অবতার কুর্ম থেকে এই পুরাণের নামকরণ ঘটে যেখানে বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যযুগীয় সময়ের বৃত্তান্ত বর্তমান আছে।
১১. স্কন্ধ পুরাণ, বৃহত্তম মুখ্য পুরানরূপে বিবেচিত হয়। কৌমার সাহিত্যের ৮১ হাজার লোক এতে বিদ্যমান। মহাদেব এবং দেবী পার্বতীর সন্তান গন্ধের নামানুসারে এর নামকরণ ঘটে, যার অপর নাম মুর্গান।
১২. ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ হিন্দু ধর্মীয় ১৮টি মুখ্য পুরাণের মধ্যে অন্যতম।
১৩. জি. বি., পার্ট ভি, স্প্রিটস অফ দা কর্ন, প্রথম খন্ড, পৃ. ২৪৫-২৪৯
১৪. দেবীভাগবতম, ৭/৩০
১৫. কুব্জিকা তন্ত্র, ৬৬টি লিপি বিশিষ্ট্য এটি একটি বৃহৎ তন্ত্র। এখানে ধ্যানমূলক যোগ এবং ধর্মীয় অনুশীলনসহ বিভিন্ন কৌশল ও আচারের বর্ণনা রয়েছে। মহাদেবী কুব্জিকা হলেন বিশ্বজনীন পরম চেতনার শক্তি এবং একই সাথে সৃজনশীল ও ধ্বংসাত্মক।
১৬. জ্ঞানার্ণব তন্ত্র, গ্রন্থটিকে শ্রীবিদ্যার উপাসনার অন্যতম প্রধান পাঠ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা দেবী ত্রিপুরীর উপাসনার উপর জোর দেয়। ছাব্বিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থে দেহের চক্র বা স্নায়ু পথের কার্যকারিতা এবং শ্রীদেবী বা গায়ত্রী ও অন্যান্য রূপ যেমন ভৈরবী, অন্নপূর্ণা ইত্যাদির আরাধনায় বিভিন্ন মুদ্রা, যন্ত্র ও বীজ মন্ত্রের বিস্ময়কর শক্তি বর্ণনা করা হয়েছে।
১৭. তন্ত্রসার, হিন্দুধর্মের ত্রিকা বা কাশ্মীরি দর্শনের সবচেয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক প্রবক্তা অভিনব গুপ্তের রচিত একটি গ্রন্থ, তন্ত্রলোকের বিভিন্ন রীতির সংস্করণ এর মধ্যে পাওয়া যায়।
১৮. ঘোষ, অর্ঘ্য, লক্ষী লাভেই বদল, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮. ৪. ২০১৭
১৯. রামায়ণ হল একটি সংস্কৃত মহাকাব্য যা প্রায় হাজার বছর ধরে রচিত হয়েছে। পণ্ডিতদের অনুমান অনুযায়ী, এর রচনার প্রাচীনতম পর্যায়টি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত এবং সর্বশেষ পর্যায়টি খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত প্রসারিত।
২০. ঘোষ, অর্ঘ্য, পূর্বোক্ত

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 62
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 539 - 550
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২১. ফুল্লরা সতীপীঠ, লাভপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, মুখ্য পুরোহিত দীপেন্দ্রনাথ উকিলের সাক্ষাৎকার।
২২. দাস, উপেন্দ্রকুমার, শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তি সাধনা, প্রথম খন্ড, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের পক্ষ থেকে স্বামী সর্বভুতানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা ২৯, আগস্ট, ২০১০, পৃ. ১৬৭
২৩. বামাক্ষ্যাপা, বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, তিনি ছিলেন একজন ভারতীয় হিন্দু সাধক, যাঁকে তারাপীঠে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয় এবং যার প্রভাব আজও বীরভূমের তারা মন্দির বিদ্যমান, উদ্ধৃত হয়েছে বোয়েন, পল, থিমস অ্যান্ড ইস্যুজ ইন হিন্দুইজম, সম্পাদিত, কন্টিনাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং, ১৯৯৮, পৃ. ২৩৭-২৪৯
২৪. তারাপীঠ হল বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমার দ্বিতীয় সিডি ব্লকের চাঁদিপুরগ্রামে অবস্থিত ত্রয়োদশ শতাব্দীর একটি হিন্দু মন্দির, যা তার তন্ত্রসাধনা এবং সংলগ্ন শ্মশানভূমির জন্য পরিচিত। শাক্ত ধর্মের এই মূল মন্দিরটি মহাদেবের তান্ত্রিক স্বরূপ দেবী তারার উদ্দেশ্যে সমর্পিত। উদ্ধৃত হয়েছে, হার্ডিং, এলিজাবেথ ইউ., কালী: দ্য ব্ল্যাক গডেস অফ দক্ষিণেশ্বর, মতিলাল বেনারসিদাস পাবলিকেশন, ১৯৯৮, পৃ. ২৭৫-২৭৯
২৫. সংগৃহীত এইচ টি টি পি এস://বাংলা.আজতক.ইন/ধর্ম-রিলিজিয়ান/স্টোরি/ওয়েস্টবেঙ্গল-বীরভূম-ডিস্ট্রিক্ট-৫-সতীপীঠ-ওর-শক্তিপীঠ-কালী-টেম্পল স-বেঙ্গল-২৪৯৭৯০-২০২-১১-১০? ইউ টি এম_সোর্স=অ্যাটওয়েব_স্টোরি_শেয়ার।
২৬. তন্ত্র নামক পদ্ধতিটিকে সর্বদাই আধ্যাত্মিক অনুশীলনের একটি সহযোগী ও গোপন পথ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, যা অপ্রশিক্ষিত এবং সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে, উদ্ধৃত, চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্রমোহন, তন্ত্রের কথা, মহেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা ৯, মার্চ, ১৯৮৩, পৃ. ১
২৭. বশিষ্ট হলেন প্রাচীনতম এবং বহুল ভাবে শ্রদ্ধেয় ঋক বৈদিক সপ্তঋষিদের মধ্যে অন্যতম এবং আদি শঙ্করের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হিন্দু দর্শন মূলক বেদান্ত বিদ্যালয় এর প্রথম সাধক, উদ্ধৃত, উইলকিনস, ডব্লু.জে., হিন্দু মেথডোলজি : বেদিক এন্ড পুরানিক, রুপা ও কম্পানি দ্বারা প্রকাশিত, ১৯৭৫, পৃ. ৩৮০-৩৮২
২৮. ভাস্কর রাম কোলহাটকর, যিনি বাংলার মানুষের কাছে দস্যু ভাস্কর পণ্ডিত নামে পরিচিত, ছিলেন একজন মারাঠা সেনাপতি ও রাষ্ট্রনায়ক। ১৭৪১ সালে বাংলার প্রথম এবং ১৭৪৪ সালে তৃতীয় মারাঠা অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি, উদ্ধৃত, মহাজন, ভি. ডি., মর্ডান ইন্ডিয়া হিস্ট্রি, এস. চাঁদ লিঃ, পৃ. ৪২
২৯. ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগে বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চলে বসবাসকারী একজন হিন্দু মহিলা জমিদার ছিলেন রানী ভবানী অর্ধবঙ্গেশ্বরী বা নাটোরের রানী, উদ্ধৃত, চক্রবর্তী, কুনাল এবং চক্রবর্তী, সুব্রত, হিস্টোরিকাল ডিকশনারি অফ দা বেঙ্গলিজ, স্কেয়ারক্র প্রেস, ২০১৩, পৃ. ৯৬
৩০. গণেশ, যিনি গণপতি বিনায়ক এবং পিল্লাইয়ার নামেও পরিচিত, হিন্দু ধর্মমতের অন্যতম সুপরিচিত ও সর্বাধিক পূজিত দেবতা এবং গণপতি গোষ্ঠীর সর্বোচ্চ দেবতা, উদ্ধৃত, ভট্টাচার্য, হরিদাস, দ্যা কালচারাল হেরিটেজ অফ ইন্ডিয়া, সম্পাদিত, চতুর্থ খন্ড, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, ১৯৫৬, কলকাতা।
৩১. পঞ্চমুন্ডির আসন হল তন্ত্রসাধনায় সাধকদের মন্ত্র সিদ্ধির একটি অন্যতম আসন। মানব দেহ, শৃগাল, সর্প, সারমেয় ও বানরের কঙ্কালের মাথার অংশ দিয়ে এই আসন নির্মিত হয়, উদ্ধৃত, ম্যাকড্যানিয়েল, জুন, অফফারিং ফ্লাওয়ার্স, ফিডিং স্কালস : পপুলার গডেস ওয়ার্কশিপ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃ. ১২৩-১৩২
৩২. সুনীল কুমার মস্করার সঙ্গে সাক্ষাৎকার, সচিব টেমপেল ট্রাস্ট বোর্ড, নলাটেশ্বরী মন্দির, নলহাটি, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ।
৩৩. মহিষাসুর নামক এক অসুরকে বধ করবার পর মহাদেবীর এক নাম হয়ে দাঁড়ায় মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা, প্রজ্ঞানন্দ, স্বামী, মহিষাসুরমর্দিনী-দুর্গা: শাস্ত্রীয়, ঐতিহাসিক ও গবেষণামূলক আলোচনা, শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পক্ষ থেকে স্বামী অশেষনন্দা কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা ৬, ১৯৯০, পৃ. ২৬৩-২৬৬
৩৪. সেনগুপ্ত, দয়াল, সতীপীঠের টানেই আসে দেশ-বিদেশের পর্যটক, আনন্দবাজার. কম, সংগৃহীত ২০.৪.২০১৯
৩৫. অষ্টবক্রমণি হিন্দু ধর্মের একজন বৈদিক ঋষি যিনি আট ধরনের শারীরিক বক্রতা নিয়ে বা বিকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, উদ্ধৃত, মুখার্জি, রাধা কমল, অষ্টবক্র গীতা : অষ্টবক্র রচিত দ্যা ক্লাসিক টেক্সট অফ আত্মদ্বৈত, মতিলাল বেনারসিদাস পাবলিকেশন, ১৯৭১, পৃ. ১-২

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 62
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 539 - 550
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৩৬. বাইরম, থমাস, the হার্ট অফ এওয়ারনেস : এ ট্রান্সলেশন অফ অষ্টবক্র গীতা, সান্তালা, ১৯৯০, পৃ. ৭-৯
৩৭. সংগৃহীত এইচ টি টি পি এস://বাংলা. আজতক. ইন./ ধর্ম-রিলিজিয়ান/ স্টোরি/ ওয়েস্টবেঙ্গল-বীরভূম-ডিস্ট্রিক্ট-৫-সতীপীঠ-ওর-শক্তিপীঠ-কালী-টেম্পেলস-বেঙ্গল-২৪৯৭৯০- ২০২০-১১-১০? ইউ টি এম_সোর্স=অ্যাটওয়েব_স্টোরি_শেয়ার।
৩৮. সংগৃহীত এইচ টি টি পি এস:// ব্লগস. এইসময়. ইন্ডিয়াটাইমস. কম/ অনিরুদ্ধসরকার/তন্ত্র-সাধনা-৫-আউট-অফ-৫১-শক্তি-পীঠস-আর-লোকেটেড-ইন-বীরভূম-ওয়েস্ট-বেঙ্গল-নো-হোয়াই/
৩৯. বক্রেশ্বর টেম্পেল-ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম, ডব্লু ডব্লু ডব্লু. ডব্লু বি টুরিজম জিওভি. ইন সংগৃহীত ১২.০৫.২০২০
৪০. শ্রী উজ্জ্বল চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার মুখ্য পুরোহিত বক্রেশ্বর মন্দির, সিউড়ি, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ।
৪১. দাস, উপেন্দ্রকুমার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮
৪২. সংগৃহীত এইচ টি টি পি এস:// বেঙ্গলি. ইন্ডিয়াএক্সপ্রেস. কম/ লাইফস্টাইল/ সতীপীঠ-কঙ্কালীতলা-অফ-বীরভূম-বোলপুর-৪৬৮০৮৫/ লিট/
৪৩. সংগৃহীত এইচ টি টি পি এস:// ব্লগস. এইসময়. ইন্ডিয়াটাইমস. কম/ অনিরুদ্ধসরকার/ তন্ত্র-সাধনা-৫-আউট-অফ-৫১-শক্তি-পীঠস-আর-লোকেটেড-ইন-বীরভূম-ওয়েস্ট-বেঙ্গল-নো-হোয়াই/
৪৪ ভগবান শিব কে শ্মশানের অধিপতি বলা হয়ে থাকে এবং তার সঙ্গিনী রূপে মহাকালীকে শ্মশান কালিকার রূপেও আরাধনা করা হয়, উদ্ধৃত, উইলকিনস, ডব্লু. জে., পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৯-৩১৭
৪৫. ভারতের উত্তরপ্রদেশের বারাণসী শহরে গঙ্গার তীরবর্তী মনিকর্নিকা ঘাট অত্যন্ত পবিত্র শ্মশান ক্ষেত্ররূপে বিবেচিত। উদ্ধৃত, ইন কিউ ইভেন আফটার ডেথ, ওয়েড ফর মোক্ষ গেটস লংগার অ্যাট কাশি ঘাটস, হিন্দুস্থান টাইমস,১৮ জুন, ২০১৯, সংগৃহীত ১১ জুন, ২০২০
৪৬. শ্রী মহাদেব ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, কঙ্কালীতলা মন্দিরের মুখ্য পুরোহিত, বোলপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ।

Bibliography:

Secondary Sources :

Bhattacharya, Bidyanorb, Shibchandra, Tantratattwa, Nababharat Publishers, Kolkata- 9, 1389 (Bengali).
Bhattacharyya, N. N., The Indian Mother Goddess (2nd ed.), New Delhi, South Asia Books, 1970.
Brooks, Douglas Renfrew, The Secret of the Three Cities: An Introduction to Hindu Shakta Tantrism, Chicago, The University of Chicago Press, 1990.
Brown, C. MacKenzie, The Triumph of the Goddess: The Canonical Models and Theological Issues of the Devi-Bhagavata Purana, SUNY Series in Hindu Studies, State University of New York Press, 1991.
Chottopadhyay, Mita, Prachin Bharater Debobhabna, Published by M. Chottopadhyay, Kolkata-29, January, 1980.
Chottopadhyay, Satindramohan, Tanter Kotha, Published by Mohendranath Dutta, Kolkata- 9, March, 1983.
Coburn, Thomas B, Encountering the Goddess: A translation of the Devi-Mahatmya and a Study of Its Interpretation, State University of New York Press, 1991.
Das, Upendrakumar, Sastramulok Bharitiya Shaktisadhana, Vol, I, Published by Swami Sarbabhutananda on behalf of Ramkrishna Mission Institute of Culture, Kolkata – 29, August, 2010.
Dasgupta, S, Journal of the Indian Musicological Society, Vol. 27–28, Indian Musicological Society, 1996.
Erndl, Kathleen M., Victory to the Mother: The Hindu Goddess of Northwest India in Myth, Ritual and Symbol, New York, Oxford University Press, 1992,
Kali, Davadatta, In Praise of the Goddess: The Devimahatmya and Its Meaning, Berwick, ME: Nicolas-Hays, 2003.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 62
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 539 - 550
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Nandajyotirmaya, Swami, Mysticism of the Devi Mahatmya Worship of the Divine Mother, Published by Yoga Research Foundation, 2005.
Pragwanananda, Swami, Mahishasurmardini-Durga: Sastriyo, Otihasik O Gobeshonamulok Alochona, Published by Swami Awsheshananda on behalf of Sree Ramkrishna Badanta Math, Kolkata- 6, December, 1990.
Wilkins, J.W., Hindu Mythology: Vedic and Puranic, Published by Rupa & Co, New Dehli, 1975.
Woodroffe, John, Sakti and Sakta: Essays and Addresses on the Shâkta Tantrasastra, Ganesh & Company, 1927.

Primary Sources :

In conversation with Sri Dipendranath Ukil, Chief Priest of Fullara Temple, Labpur, Birbhum, West Bengal.
In conversation with Sri Ujjwal Bhattacharya, Chief Priest of Nadikeswari Temple, Saintia, Birbhum, West Bengal.
In conversation with Sri Sunil Kumar Maskara, Secretary of the Temple Trust Board, Nalateswari Temple, Nalhai, Birbhum, West Bengal.
In conversation with Sri Ujjwal Choudhury, Chief Priest of Bakraswar Temple, Suri, Birbhum, West Bengal.
In Conversation with Sri, Mahadev Thakur, Chief Priest of Kankalitala temple, Bolpur, Birbhum, West Bengal.